দৈনিক
ইনকিলাব

14 APR
পৃষ্ঠা

কালকিনিতে শতাধিক বিদ্যালয় ভবন জরাজীর্ণ

ভয়ে শিক্ষার্থীরা পালিয়ে যায়!

কালকিনি (মাদারীপুর) থেকে মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন

কালকিনি উপজেলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে শতাধিক বিদ্যালয় জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে প্রাণহানীর আশঙ্কা নিয়ে চলছে কোমলমতি শিশুদের পাঠদান। অনেক স্কুল নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে নির্মাণ করায় ১২-১৫ বছরের মাথায় ধসে পড়ছে। উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে কয়েকবার উপরমহলে এ সংক্রান্ত রিপোর্ট পাঠানো হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জোরালো কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, এ উপজেলায় ১১৫টি সরকারি, ৮০টি রেজিঃ ও ১টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে গতবছর ১১৫ নং আলহাজ্ব সৈয়দ আতাহার আলী, ১০৪ নং চরলক্ষী, ১৩ নং পূর্ব বাসুলী, ৮৯ নং মধ্যচর বাঁশগাড়ী, ৬৮ নং দক্ষিণ রমজানপুর, ১১১ নং মজিদবাড়ী, ৪৪ নং নতুন চরদৌলতখান, ১০০ নং পূর্ব মাইজপাড়া, ৬২ নং উত্তর রমজানপুর পাবলিক, ২৩ নং কোলচরী সন্তাল, ১৫ নং পোড়াবাড়ী, ৫৫ নং আয়শীর, ৭৫ নং কয়ারিয়া ঈদগাহ, ৭৬ নং কয়ারিয়া বোর্ড, ১০৫ নং পশ্চিম শশিকর, ৯৪ নং চরপালরদী, ৮০ নং দক্ষিণ ঠেঙ্গামারা, ৬৪ নং উত্তর রমজানপুর, ৬৯ নং উত্তর চরআইরকান্দি, ২৬ নং কালিগঞ্জ, ১১০ নং খুনুপ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কারের জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিস উপরমহলে রিপোর্ট পাঠালে প্রথম ৩টি স্কুল মেরামতের জন্য বরাদ্দ আসে আর বাকি স্কুলগুলো থাকে একইভাবে। চলতি বছরে উক্ত তালিকা বৃদ্ধি করে ৩ নং রাজদী, ৪৬ নং মধ্য সাহেবরামপুর, ৭২ নং পূর্ব আলীরচর, ৩২ নং পশ্চিম মাইজপাড়া, ৪৯ নং নতুন চরদৌলত খান, ১ নং কালকিনি মডেল, ৯ নং গোপালপুর, ৯৯ নং হীরাকান্দি, ৮১ নং উত্তর রাজদী, ১১২ নং লক্ষীপুর পশ্চিম ও ৯০ নং পূর্ব চরআইরকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৭৩ নং মোল্লাবাড়ী, ৭৪ নং লামচরী, ৫ নং ঢাকীকান্দি, ১২ নং বিভাগদি, ৫৮ নং নতুন চরদৌলত খান ও উত্তর কোকির চর রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে। সরেজমিনে সিডিখান এলাকার মাথাভাঙ্গা গ্রামের ৭৩ নং মোল্লাবাড়ী স্কুলে গিয়ে দেখা গেছে, স্কুলের ছাদের প্লাস্টার ধসে পড়ছে এবং একটুখানি বৃষ্টি হলেই শ্রেণীকক্ষ পানিতে একাকার হয়ে যায়। ভবনটি ব্যাপক ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় যে কোন সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। আর উক্ত জরাজীর্ণ ভবনে প্রাণহানীর শঙ্কা নিয়ে পাঠদান চলছে। স্কুলের ৫ম শ্রেণীর ছাত্রী বিথি, রুমান, ৪র্থ শ্রেণীর রাকিব, রিতা, ৩য় শ্রেণীর মরিয়ম ও সারমিন জানান, ক্লাস করার সময় ছাদের ভাঙ্গা টুকরা গায় পড়ে আর আমরা ভয় পেয়ে ক্লাস থেকে বাইরে পালিয়ে যাই। স্যারেরা পরিষ্কার করে আবার ক্লাস নেয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার মন্ডল ও সহকারী শিক্ষক নাইমি আক্তার বলেন, আমরাও প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পাঠদান করছি। এখানে জরুরি ভিত্তিতে নতুন ভবন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আবুল খায়ের মোল্লা বলেন, ১৯১৫ সালে এলজিইডির অর্থায়নে স্কুলের নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়। কিন্তু নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে নির্মাণ করায় মাত্র ১৭ বছরের মাথায় স্কুলের এ অবস্থা। সরেজমিনে গিয়ে ডাসার এলাকার ৪০ নং বেতবাড়ী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে একই অবস্থা দেখা গেছে। সেখানে স্কুল ভবন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং পাশের ভিকে আইডিয়াল সৈয়দ আতাহারআলী একাডেমীর ছায়াবাসে ক্লাস চালানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কাজী আবুর রউফ বলেন, রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনগুলো অধিকাংশই জরাজীর্ণ এবং পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। আমরা উপর মহলে রিপোর্ট পাঠাচ্ছি।